E:\Old D\Hawa\Forwarding.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬,আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

নং- ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.০৪(অংশ-১). ১৬৫৪(৬১০)

তারিখঃ ০৪/১১/২০১৭ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয়ঃ ব্যক্তিগত একাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা।

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষনপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, তথ্য প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের মত প্রকাশের ক্ষেত্রে অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন সরকারি কর্মকর্তার অবাধে ও কর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে যথেচ্ছ আচরণ করার সুযোগ নাই। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৮/১০/২০১৫ তারিখের ৪১৬ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত একাউন্টে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীলতার পরিচয় প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছেঃ

"মাঠ পর্যায়ের কোন কোন কর্মকর্তা ফেসবুকে একান্ত ব্যক্তিগত এবং কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বিষয় শেয়ার করেছেন। প্রশাসনের ভাবমূর্তির সংগে এসব বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উদ্ভাবনমূলক, সরকারি কাজের ইতিবাচক দিক যা অন্যকে উদ্বুদ্ধ করবে এমন বিষয় ফেসবুকে শেয়ার করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা আবশ্যক।"

২। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সরকারি কর্মচারীবৃন্দ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যক্তিগত একাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছেননা; অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করা হচ্ছে। অনেকে সরকারের সঙ্গে জনগনের কিংবা কোন শ্রেণি বিশেষের সম্পর্ককে বিবৃত করে এমন সব মতামত বিভিন্নভাবে (কমেন্ট, লাইক, শেয়ার) প্রকাশ করছেন। তাছাড় এ ধরনের কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ৩০ এর সুস্পষ্ট লংঘন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৫৭ মোতাবেক অপরাধ হিসেবে গণ্য।

৩। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার খসড়া নির্দেশিকা, ২০১৬ এর ৫ (ট) (ঈ) অনুচ্ছেদে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার বা নিজ একাউন্টের ক্ষতিকারক কমেন্টের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ি হবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন বা বিধি-বিধানের সম্মুখীন হবেন মর্মে বলা হয়েছে।

৪। এমতাবস্থায়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা মোতাবেক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দায়িত্বশীলতার পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। অন্যথায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী আচরন বিধিমালা, ১৯৭৯ ও সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(মোঃ বদরুল হাসান)
মহাপরিচালক
ফোন-৯৫৮৪৮৩৪
ই-মেইলঃdg@dgfood.gov.bd

বিতরণঃ

১। পরিচালক, প্রশাসন/সবধি/চসসা/হিসাব ও অর্থ/সংগ্রহ/পউকা/প্রশিক্ষণ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারী আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত পরিচালক, এমআইএসএন্ডএম/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।
৫। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/ রংপুর।
৬। সাইলো অধীক্ষক (সকল), ...
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। (অবগতি ও পরিপত্রটি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
৮। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল), ...
৯। চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক (খাদ্য), চট্টগ্রাম/খুলনা।
১০। ব্যবস্থাপক, ...
১১। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল), ...
১২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল).....
১৩। অফিস কপি।
১৪। মাস্টার কপি।